প্রথম আলো

তারিখ ... 18 DEC 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ২ ...

ঢাকা কলেজের ছাত্রদের সঙ্গে ব্যবসায়ী ও হকারদের সংঘর্ষ

আহত ৩০, ভাঙচুর-অগ্নিসংযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

রাজধানীর মিরপুর রোডে গতকাল বৃহস্পতিবার ঢাকা কলেজের ছাত্রদের সঙ্গে ধানমন্ডি হকার্স মার্কেটের ব্যবসায়ী ও হকারদের সংঘর্ষে অন্তত ৩০ জন আহত হয়েছেন। আহত ব্যক্তিদের মধ্যে আটজনকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

দুই ঘণ্টা ধরে সংঘর্ষ চলাকালে ধানমন্ডি হকার্স মার্কেটে ভাঙচুর করা হয়। এ সময় কয়েকটি যানবাহন ভাঙচুর ও চারটি মোটরসাইকেলে আগুন দেওয়া হয়। ব্যবসায়ীরা হামলার জন্য ঢাকা কলেজ শাখা ছাত্রলীগকে দায়ী করেছেন।

জানতে চাইলে ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি সাইফুর রহমান সোহাগ *প্রথম আলোকে* বলেন, ঢাকা কলেজে ছাত্রলীগের কোনো কমিটি কিংবা কার্যক্রম নেই। কেউ যদি ছাত্রলীগের নাম ভাঙাতে চায়, তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া উচিত।

ধানমন্ডি হকার্স মার্কেটের শাড়িমেলার কর্মচারী হাবিবুর রহমান *প্রথম আলোকে* বলেন, বেলা তিনটার দিকে দুই যুবকসহ চারজন দোকানে বিয়ের শাড়ি কিনতে আসেন। দরাদরির একপর্যায়ে ১৫ হাজার টাকা শাড়ির দাম ঠিক হয়। দোকান কর্মচারী শাড়ি প্যাকেট করে দিলে ক্রেতারা টাকা না দিয়ে শাড়ি নিয়ে যেতে উদ্যত হন। এ সময় বাধা দিলে যুবকেরা বলেন, 'আমরা ঢাকা কলেজের ছাত্রলীগের নেতা। আমরা ঢাকা চালাই। এর ফল পাবি।'

প্রত্যক্ষদর্শী ও ধানমন্ডি হকার্স মার্কেটের ব্যবসায়ীরা বলেন, যুবকেরা চলে যাওয়ার আধা ঘণ্টা পর বিকেল

এরপর পৃষ্ঠা ১৭ কলাম ২

● ছবি : প্রথম পাতায়

ঢাকা কলেজের ছাত্রদের সঙ্গে

শেষ পৃষ্ঠার পর

পৌনে চারটার দিকে ৩০-৩৫ জন যুবক ঢাকা কলেজের ছাত্র পরিচয় দিয়ে লাঠিসোঁটা, রড, চাপাতি ও রামদা নিয়ে ধানমন্ডি হকার্স মার্কেটে ঢুকে পড়েন। মার্কেটের বাইরে অবস্থান নেন আরও দুই শতাধিক যুবক। তাঁরা একে একে দোকানের বৈদ্যুতিক বাতি ও সাইনবোর্ড ভাঙচুর করেন। তাঁদের মধ্যে কয়েকজন শাড়িমেলায় ঢুকে দোকানের মালিক মিজানুর রহমান ও তাঁর কর্মচারীদের পেটান। তাঁরা দোকানের সব শাড়ি লুট করে নেন বলে দোকান কর্মচারী হাবিবুর রহমান দাবি করেন। মার্কেটের ব্যবসায়ী ও কর্মচারীরা প্রতিরোধ করলে দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ বেধে যায়। এ সময় ক্রেতারা, বিশেষ করে নারী ও শিশুরা আতঙ্কিত হয়ে ছুটতে থাকলে অন্তত ১৫ জন আহত হন।

একপর্যায়ে হামলাকারীরা পিছু হটে গেলে ব্যবসায়ীরা মার্কেটের প্রধান ফটকে তালা লাগিয়ে দেন। হামলাকারীরা ওই মার্কেটের সামনে ফুটপাতে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের দোকান লুট করতে গেলে সংঘর্ষ বেধে যায়। এ নিয়ে ধানমন্ডি হকার্স মার্কেটের ব্যবসায়ী ও ফুটপাতের ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের সঙ্গে ঢাকা কলেজের ছাত্রদের পাল্টাপাল্টি ধাওয়া ও সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষ সায়েন্স ল্যাবরেটরি মোড় থেকে নীলক্ষেতে মোড় পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। এ সময় বেশ কয়েকটি যানবাহন ভাঙচুর করা হয়। এক পক্ষ অপর পক্ষের ওপর ইটপাটকেল ছুড়তে থাকে। পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ব্যর্থ হয়ে নিরাপদ দূরত্বে অবস্থান নেয়।

একপর্যায়ে ধানমন্ডি হকার্সের সামনে ও উল্টো দিকের রাস্তার পাশে থাকা চারটি মোটরসাইকেলে আগুন দেওয়া হয়। দুই ঘণ্টা এ অবস্থা চলার সময় পথচারীসহ অন্তত আরও ১৫ জন আহত হন। পুলিশ নীলক্ষেত মোড় ও সায়েন্স ল্যাবরেটরি মোড়ে যান চলাচল বন্ধ করে দেয়। এতে আশপাশের সড়কগুলোতে অসহনীয় যানজটের সৃষ্টি হয়। এর প্রভাব পড়ে রাজধানীজুড়ে। পরে পুলিশ রাবার বুলেট ও কাঁদানে গ্যাসের শেল ছুড়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। সন্ধ্যা পৌনে ছয়টায় রাস্তা খুলে দিলে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।

ঘটনাস্থলে উপস্থিত পুলিশের রমনা বিভাগের অতিরিক্ত উপকমিশনার মো. জসীমউদ্দিন বলেন, সংঘর্ষের সময় পুলিশের একটি দল ধানমন্ডি হকার্স মার্কেটের সামনে ব্যবসায়ীদের আটকে দেয়। এ সময় পুলিশের আরেক দল ঢাকা কলেজের সামনে ছাত্রদের আটকে দেয়। একই সময় পুলিশ রাবার বুলেট ও কাঁদানে গ্যাসের শেল ছুড়লে দুই পক্ষ ছত্রভঙ্গ হয়।

আহত ব্যবসায়ী নাঈমুল হোসেন ও সাদ্দাম হোসেন বলেন, মাঝেমধ্যে ঢাকা কলেজ ছাত্রলীগের নেতা পরিচয় দিয়ে কেউ কেউ দাম না দিয়ে শাড়ি ও অন্য পোশাক নিয়ে যায়। তাঁরা বলেন, হামলাকারীরা ফুটপাতের কয়েকটি দোকান লুট করেছে। ব্যবসায়ী মো. কাইয়ুম বলেন, তাঁরা তাঁদের ওপর আবারও হামলার আশঙ্কা করছেন।

ঢাকা কলেজ শাখা ছাত্রলীগের বিলুপ্ত কমিটির সভাপতি সাকিব হাসান *প্রথম আলোকে* বলেন, দেড় বছর আগে কমিটি বিলুপ্ত করা হয়েছে। হামলার সঙ্গে বিলুপ্ত ছাত্রলীগের কমিটির কোনো সম্পর্ক নেই। কলেজের সাধারণ ছাত্রদের সঙ্গে ব্যবসায়ীদের ঝামেলা হয়েছিল। দুপুরে কলেজের সাধারণ এক ছাত্র ধানমন্ডি হকার্স মার্কেটে কেনাকাটা করতে গিয়েছিলেন। সেখানে কথা-কাটাকাটির জের ধরে ব্যবসায়ীরা তাঁকে আটকে রাখেন। কয়েকজন ছাত্র তাঁকে ছাড়িয়ে আনতে গেলে ব্যবসায়ীরা তাঁদের মারধর করেন। এ অবস্থায় কলেজের অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ ব্যবসায়ীদের সঙ্গে আলোচনা করতে যাওয়ার পথেই ব্যবসায়ীরা ছাত্রদের ওপর হামলা চালান।